দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ: 13 JUN 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভাণ্ডারিয়ায় ৬৮ ফাজিল পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা অনিশ্চিত

প্রবেশপত্র গায়েব

■ ভাণ্ডারিয়া (পিরোজপুর) সংবাদদাতা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধীনে আগামীকাল ১৪ জুন শুরু হচ্ছে ফাজিল পরীক্ষা। প্রতিবছরের ন্যায় পিরোজপুরের জোলাগাতি ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীরা পিরোজপুর-৫ কেন্দ্রে (ভাণ্ডারিয়া শাহাবুদ্দিন ফাজিল মাদ্রাসা) পরীক্ষায় অংশ নেয়ার কথা থাকলেও গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত ওই মাদ্রাসার ৩৯ পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র আসেনি। ফলে ওই মাদ্রাসার ৩৯ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ফাজিল প্রথম বর্ষের-২১, দ্বিতীয় বর্ষের-০৭, এবং তৃতীয় বর্ষের ১১ শিক্ষার্থী। এছাড়া তেলিখালী ফাজিল মাদ্রাসার ২৯ পরীক্ষার্থী, এর মধ্যে প্রথম বর্ষে-৬, দ্বিতীয় বর্ষের-১২ এবং তৃতীয় বর্ষের-০৬ পরীক্ষার্থী পিরোজপুর-৫ কেন্দ্র আল গাজ্জালী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা পরীক্ষা দেয়ার কথা থাকলেও প্রবেশপত্র পায়নি শিক্ষার্থীরা। জোলাগাতী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ফাজিল ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী জিয়াউল হক, এনামুল হক, জান্নাতী, আয়শা ছিদ্দিকা, তাজুল ইসলাম, নেয়ামত উল্লাহ জানান, আমরা এখনো প্রবেশপত্র পাইনি। পরীক্ষা দিতে পারব কিনা জানি না।

পিরোজপুর-৫ কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব এএসএম ছিদ্দিকুর রহমান জানান, প্রবেশপত্রের প্যাকেটে জোলাগাতী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ওই ৩৯টি প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি, ১১ জুন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। ২০১৪ সালে টগড়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো. দেলোয়ার হোসেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের কিছু অসাধু কর্মচারীর যোগসাজোশে ষড়যন্ত্র করে অর্ধশত প্রবেশপত্র গায়েব করে দিয়েছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে। পরবর্তীতে প্রবেশপত্রের অনুলিপি তুলে পরীক্ষায় অংশ নেয় পরীক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদ্রাসা পরীক্ষা সক্রান্ত বরিশাল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম হোসেন সাংবাদিকদের পিরোজপুর-৬ কেন্দ্রের ২৯টি প্রবেশপত্র না পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, শনিবারের মধ্যে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে; কিন্তু পিরোজপুর-৫ কেন্দ্রের কোন অভিযোগ তার জানা নেই বলেও তিনি জানান। এ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তার সাথে সাংবাদিকরা যোগাযোগে ব্যর্থ হন। তার সচিব মো. কামরুজ্জামান সাংবাদিকদের জানান, বিষয়টি তার জানা নেই। এদিকে একইভাবে পূর্বে আরো দুইবার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ইঁদুর-বিড়াল খেলার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পরীক্ষার্থীরা বলে ভুক্তভোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানগণ জানান।